সিসটেম

সমীর রায়চৌধুরী

স্কুলে পড়ার সময় ক্লাস টেনের সিলেবাসে 'পালামৌ ভ্রমণ' ছিল, পালামৌ সম্পর্কে আমার ধারণা সীমিত ছিল বইপড়া বিদ্যার গণ্ডিতে। ভুল ভাঙলো ডাল্টনগঞ্জে পোস্টিঙের পর। অভিরূপ বাবা মার সঙ্গে এখানে সেখানে প্রায় দিন ঘুরতে যেত; ঘরে এসে গল্প বলত। সেও তো অন্যের বিদ্যে, তবে প্রশ্ন করলে তার কাছ থেকে উত্তর পাওয়া যেত। গল্প বাড়ত। গল্প শেষ হলে মনে হতো আমাদের দুজনের ভ্রমণ কাহিনি। আমি কিছুটা পেছনে অভিরূপের সঙ্গী। অভিরূপ আমার গাইড। স্কুলে পরীক্ষায় অভিরূপ আমার চেয়ে বেশি নম্বর পেত। পালামৌ ঘুরে এসে অভিরূপ যা কিছু বলেছিল তার সঙ্গে কোর্সের লেখার অনেক গরমিল অভিরূপ যখন এনজিওর চাকরিতে ঢোকে তখন প্রথমেই বলে, ঢুকলে তোকে পুরোপুরি ঢুকতে হবে তা না হলে কোথাও না কোথাও ফেঁসে যাবি।

পালামৌ পৌঁছে সত্যি এভাবে দোটানায় ফেঁসে যাব ভাবিনি। জয়েন করার পর নিয়মমতো ডি এম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে জানতে পারলাম সেখানে অনাবৃষ্টির প্রকোপ চলছে। সকলকে রিফিলের কাজের জন্য প্রত্যন্ত এলাকায় যেতে হবে। সঙ্গে গাইড নেই; আমার কাজটুকুর দায়িত্ব আমার, বরং আমি আমার ক্যাম্পের সহকর্মীদের গাইড। ওপরওলা সেজে ওটার একটা ট্রেনিং পাটনাতে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু আমার সেই মেজাজ গড়ে ওঠার মর্জির অভাব ছিল। হয়তো অভাবটাই এ ধরণের বিশেষ পরিস্থিতির রক্ষাকবচ, যখন টেবিলে বসে কাজ করার চেয়ে হাতে নাতে কাজ করার ঝক্কি সামলাতে হবে সারাক্ষণ। ডি এম বললেন, এই মুহূর্তে উন্নয়নের চেয়ে বেশি জরুরি পরিত্রাণ। সত্যিই তাই, দেখতে না দেখতে জেলায় খরা ঘোষিত হল।

স্কুলে ভারতের ম্যাপ, রাজ্যের ম্যাপ আঁকতে-চিনতে শিখেছিলুম, যদিও সে ম্যাপ উঁচু ক্লাসে গিয়ে বদলে গেল। সোজাসাপটা ম্যাপ হঠাৎ ফোকলা হয়ে গেল। এখানে এসে চিনতে হল জেলা মানচিত্র আর এলাকাভিত্তিক ম্যাপ। রেনস্যাডো বা বৃষ্টিছায়া এলাকা অর্থাৎ একটা নতুন শব্দ জানলাম। ডি এম জানালেন, তুমি রিপোর্ট পাঠাতে যাচ্ছ না, প্রতিবেদক নয় বরং অংশগ্রহণকারী। মানুষ ভয়ংকর খরায় ধুঁকছে। তোমাকে বুঝতে হবে, জানতে হবে। মিশতে হবে, তবেই পারবে।

ডাল্টনগঞ্জ শহরে তেমন বোঝার উপায় নেই। দুপুরে মাছভাত খেলুম, দেখলাম রাতে চিকেন কারি, মটর পনির আর রুটি পাওয়া যাবে। যারা খাচ্ছে তারা বেশ চকচকে অপ্টিমিস্ট দেখেশুনে মোটেই খরাপীড়িত মনে হচ্ছে না। দুপুরে বেরিয়ে পড়তে হল জায়গাটা বুঝেসুঝে আসতে। সহকর্মীদের কয়েকজনকে পেয়ে গেলাম সদর অফিস থেকে। ঔরঙ্গা নদী পেরোনোর পর থেকে শুরু হল দুর্দশার হাল হকিকত। কে একজন বলল, নদীর নাম আওরঙ্গজেবের নামে। মোঘল সেনা ঘোর বর্ষায় নদী পেরোতে পারেনি। এখান থেকে ফিরতে হয়েছিল। আরেকজন বললেন, না নদীর ওপারে মুখোমুখি কয়েকটা গ্রাম বিষ্ণুপূজকদের গ্রাম মোঘলসেনা আক্রমণ করবে না। মনসবদারদের অধীন মোঘল সেনারা জানতেন কিন্তু আওরঙ্গজেব স্বয়ং মানতেন না। আওরঙ্গজেব স্বয়ং এই অভিযানে আসেননি। শ্রীবাস্তব বললেন এই নদীতে দুষ্পাপ্য মহাশির মাছ পাওয়া যায়। গ্রাম পেরিয়ে যেখান থেকে কেন্দু পাতা মানে বিড়ি পাতার জঙ্গল শুরু হয়েছে সেখানে নিশ্চয়ই নদীতে দহ বা গভীর খাত আছে তা না হলে তো মাছগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ফেমিন কোডের নিয়মে প্রকৃতিকে রক্ষা করাও রিলিফের কাজের মধ্যে পড়ে। আমার পড়া হয়নি। পড়ে নিতে হবে। আমাদের জীপ শুকনো খটখটে নদীর বালিপথ পেরিয়ে গেল সহজেই।

নদীর ধারে একটা মোষ শুয়ে ধুঁকছে। বোধহয়, জলের খোঁজে নদীতে এসেছিল। পায়নি। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে, ধুঁকছে। ডি এম বর্ণিত প্রথম বাস্তবিক খরাপীড়িত দৃশ্য। শ্রীবাস্তব তার ডায়েরিতে কি যেন লিখছে। পাশে তার ওয়াটার - বটল রাখা। মোষটাকে কী দু এক ঢাকনি জল খাওয়ানো দরকার। কিন্তু ঐটুকু জলে অতবড় মোষের হবেটা কী! সাতপাঁচ ভাবছি। জীপ এগিয়ে চলেছে। কিছু দূরে মহুয়া গাছের তলায় একজন মানুষ উবু হয়ে বসে আছে দেখে তার কাছে পৌঁছে পরমানন্দ রাম জীপ থামালেন। খরার মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন বিভাগ থেকে লোকজন জড়ো করে এক একটা টিম তৈরি করা হয়েছে, পরমানন্দ এসেছেন পশুপালন বিভাগ থেকে। পরমানন্দ জীপ থেকে নেমে তার কাছে যায়, প্রশ্ন করে :

—তুমি কী এই গ্রামে থাকো!

: হ্যাঁ বাবু এই গ্রামের নাম লোহরসি...পাঁকি পঞ্চায়েতে পড়ে।

—এখানে কী করছ

: আমার মোষটা ওই দূরে ধুঁকছে...চোখের সামনে মরে যাচ্ছে... কিছু করতে পারছি না...অনেক ছুটোছুটি করেছি...পশু খাবার যোগাড় করতে পারিনি...।

—জল খেয়েছে!

: হ্যাঁ...জল কোথাও নেই পুকুর বাঁধ খালবিল সব শুকিয়ে গেছে তবে ঔরঙ্গা নদীর বুকে কিছুটা বালি খুঁড়লে জল পাওয়া যাচ্ছে...আপনারা যেখান থেকে এলেন তার ডান দিকে কিছুটা দূরে আমরা অনেকে মিলে কুয়ো খুঁড়ে জলের ব্যবস্থা করেছি...সারা রাত জল জমলে তরে ভোরের দিকে জল পাওয়া যায়...কিন্তু ও দিনের পর দিন ঠিকমতো খেতে পায়নি...।

—ভেব না, আমরা পরশু আসছি...গ্রামে স্কুলে ক্যাম্প অফিস খুলব...কয়েকদিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা হবে...আমি এখন সঙ্গে ওষুধপত্তর আনিনি...তা হলে হয়ত তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম...।

: কিন্তু এখন আমি কী করি... আমি চোখের সামনে ওর কষ্ট দেখতে পারছি না।

অবস্থা দেখে পরমানন্দ থেকে যেতে চাইলেন। বললেন, ফেরার পথে আমাকে তুলে নেবেন।

শ্রীবাস্তব আর রাজেন্দ্র সিংহ রাজী হলেন না। রাজেন্দ্র বললেন, চলুন সবাই এগিয়ে যাই...ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝে আসি...তা ছাড়া স্কুলে ক্যাম্প অফিসের ব্যাপারটাও ঠিক করে আসতে হবে...— এবার রাজেন্দ্র লোকটিকে প্রশ্ন করে:

—তোমার নাম কী?

: শনিচ্চর রাম।

— তুমি কী শনিবারে জন্মেছিলে!

: তা হবে হয়ত।

— এই পঞ্চায়েতের প্রধান কে!

: গোরেলাল যাদব

— তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?

: সবাই আপনাদের জন্য স্কুলে মুখ দেখাদেখি করছি। সত্যিই তো আমরা আসছি এখানে খবর পৌঁছল কী করে। শ্রীবাস্তব জানালেন, গোরেলাল কয়েকদিন ধরে দৌড়োদৌড়ি করছিল... ওপরতলা থেকে খরাঘোষণার হুকুম জেলা অব্দি ধাপে ধাপে নামতে দেরি হয়েছে...এক সপ্তাহের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ঘোষিত হবে...ফেমিন কোড সবাই ভালোভাবে পড়ে নিলে বুঝতে পারবেন। প্রথমে অনাবৃষ্টি প্রমাণ করতে হয় তথ্য দিয়ে...তারপর আরো তথ্য দিয়ে খরা...তারপর আরো তথ্য দিয়ে দুভিক্ষ ঘোষণার ঔচিত্য প্রমাণ করতে হয়। সিসটেম ফলো করতে হয়। মানুষ আর জীবনের ফেলিওর আর সেই ফেলিওরের মাত্রা সঠিকভাবে বাড়ছে রেকর্ড করে ওপরে পাঠাতে হয় তবেই সরকার অ্যাকটিভ হতে পারে...স্টেপ বাই স্টেপ...সিসটেমে চলে...

জানতে চাইলাম, মোষ মরছে দেখলাম...মানুষ মরেছে কী...

: দেখুন অনাহারে অনটনে অভাবে জ্বালায় প্রতিনিয়ত এদেশে কত মানুষ নিয়মিত মরে...এখানেও তাই হয়...এটা তো ব্যতিক্রমী এলাকা নয়...

—তোমাদের কাছে স্পেশিফিক কোনো খবর আছে...এখন এই পরিস্থিতিতে মানুষজনের মৃত্যু!

: তা আছে... পঞ্চায়েত আর ব্লক স্টাফদের মাধ্যমে...তা ছাড়া বিরোধী দলের নেতারা কিছু ফিগার ... ডাটা ...রিপোর্ট...নথিপত্র দেখিয়ে দেন...আগে মানুষ খেয়ে পরে মোটামুটি বেঁচে ছিল...তবে পরিস্থিতি এভাবে ঘোরতর হয়ে ওঠার ফলে মৃত্যুকে আর দূরে ঠেলে রাখতে পারেনি...

গ্রাম এসে পড়েছে...বেশ কিছু পাকা ঘর। শ্রীবাস্তব বললেন কয়েক ঘর রাজপুত আর যাদব পরিবার আছে তারাই গ্রামের সর্বেসর্বা...ক্ষমতা তাদের হাতে...পঞ্চায়েত...পার্টি...সাহেবসুবো...ভর্তুকি ওরাই সামলায় বাকি সব কাহার দুসাদ ইত্যাদি তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষ...তাদের অবস্থা খারাপ...সিসটেম বুঝতে এখনও তেমন শেখেনি...জীপ এগিয়ে চলেছে...গাছপালাও বেশ শুকিয়ে গেছে...মাঠে কোনো ফসল নেই...চড়া রোদ...লোকজন খুব একটা চোখে পড়ছে না...রোদের দাপটে শুনশান...রাজেন্দ্র সিংহ রে ব্যান -এর চশমাটা মুছে নেয়...

স্কুলে পৌঁছে দেখি...বেশ বড় জটলা...অনেক লোকজন...টেবিল চেয়ার বেঞ্চ বাইরে বারান্দায় বের করা হয়েছে...একজন স্বাস্থ্যবান চকচকে মানুষ এগিয়ে এলেন ইনি পঞ্চায়েত প্রধান...শ্রীবাস্তব কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে আমাকে জানালেন...শাসক দলের লোক...রাজেন্দ্র একজনকে কাছে নিয়ে এল...পঞ্চায়েতের সরপঞ্চ...সদস্য...বিরোধী দলের লোক...

টেবিলে ফরসা নকশাতোলা চাদর পাতা...চেয়ারে বসলাম...

উপস্থিত জনতার এমন হাবভাব যে আমরা যেন বরযাত্রী...চেয়ারে বসে সবাইকে বসতে বললাম...কেন হৈ চৈ চলছে... জানলাম আমাদের কেন সরকার বাহাদুর পাঠিয়েছে...কথা বলছি... আমাদের সকলকে জলের গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছেন কতকটা শনিচ্চর রামের মতো একজন...

পাশের ঘর থেকে আতপ চালের সুগন্ধী ভাতের সুবাতাস ভেসে আসছে...পেছনের দিকে যারা বসে আছে তাদের হ্যাংলা দৃষ্টি ঘুরে ফিরে পাশের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে...তারা অনেকে হয়ত এধরনের চালের ভাত জীবনে খায়নি...ভাত যখন এমন সরেস নিশ্চয়ই তার বাকি মেনু ঐ পর্যায়ের হবে।

আহা আমাদের সঙ্গো কোনো টিভি টিম বা সাংবাদিক আসেনি কেন...এখনকার মতো তারা যদি সর্বত্রগামী হত তা হলে এই আতপ চালের সুগন্ধী বাতাস থেকে গা বাঁচানো যেত...

পরমানন্দের সহকারী এরই মধ্যে কয়েকটা ওষুধের খোঁজ পেয়ে গেছে... পঞ্চায়েত সেবকের কাছ থেকে নিয়ে রেখেছে...ফেরার পথে যদি মোষটা তখনও বেঁচে থাকে...তাকে বাঁচিয়ে তুলতে চেষ্টা করবে...। আমি খেয়ে রওনা দিয়েছি। কিছু খেতে পারব না জানালাম। তবু কিছু খেতেই হবে...কী খাব...বড় জোর চা বিস্কুট খাওয়া যায়...একটু একটু করে দেখতে পাচ্ছি...শ্রীবাস্তব ও রাজেন্দ্র খেতে চাইলেন...বাকি আর সবাই খেলেন...।

ফেরার পথে দেখি শনিচ্চর রাম তখনও গাছতলায়...তার মোষ যথারীতি পথের ধারে ধুঁকছে। পরমানন্দ ও রাজেন্দ্র মোষটাকে ওষুধ ইঞ্জেকশন জল দিলেন...ওয়াটার বটলের জল কাজে লাগল...বাঁচবে কিনা কে জানে...শুধু শনিচ্চর রাম জানল আমরা যারা আসছি তারা বাঁচাতে চাই... বাঁচুক এটুকু চাই...।

পরশু এসে আবার খোঁজ করা যাবে।

আমার ব্যাগে কিছু কাজু কিশমিস রয়েছে। মা আসার সময় দিয়েছিলেন। সব জায়গায় তো হাতের কাছে খাবার জিনিস পাওয়া যায় না। খরাপীড়িতদের তো কাজু কিশমিশ দেওয়া যায়না শিষ্টচারে বেমানান হয়ে যাবে। রুটি পাউরুটি থাকলে দেওয়া যেত...পরশু থেকে জনতা কিচেন খোলা হবে...খিচুড়ি চালে ডালে ফোটানো...আজ ফিরে অনেক কাজ...কোথাও একটু ভুলচুক হলে পরে ফেঁসে যাওয়ার দুর্ভাবনা...জীপ এগাচ্ছে...খরা একদিন শেষ হবে তখন অডিট হবে...তদন্ত কমিটি হবে।

শহর এগিয়ে আসছে...জীবনযাপনের চালচিত্র যার ছবি বদলে যাচ্ছে...সুযোগ সুবিধার আলাদা কাঠামো... শহরে ঢোকার মুখে পশুপালন বিভাগ...অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি ডিপার্টমেন্টের অফিস...লাগোয়া পরমানন্দের অফিস...পরমানন্দ সেখানেই নেমে গেলেন...

—পরমানন্দ আপনি তাহলে এখানে নামছেন...কাল দশটায় আবার জেলা সদরে ডি এম অফিসের মিটিঙ রুমে দেখা হবে...

পরমানন্দের চোখেমুখে বিস্তর ভাবনা...

—কী হল মোষটার জন্য ভাবছেন...নাকি শনিচ্চর রামের জন্য

: সবকিছুই ভাবছি... ভোরভোর বেরিয়ে আবার ওখান থেকে ঘুরে আসব তবে মিটিঙ রুমে ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব। ডিটেল নিয়ে মিটিঙ কতক্ষণ চলবে বলা মুশকিল।

শ্রীবাস্তব বললেন, দেখুন মোষটা মরে গেলে আবার কেসফাইল ঠিকঠাক তৈরি করে ওকে একটা নতুন মোষ পাইয়ে দেয়া যাবে...আমাদের লোকেট করা ফার্স্ট ভিকটিম...প্রথম প্রমাণিত মৃত্যু...নিজেদের জাস্টিফাই করার জন্য কিছু একটা তো করতে হবে... হাতে অনেক সময় আছে... আপনি কাল ভোরে ঘুরে নিজের ভাবনা মিটিয়ে দিন...

: হ্যাঁ তো কাল যাবই... যেতে হবে... যখন নিজের চোখে দেখে এসেছি।

—তাছাড়া একটা কেস গোড়াতেই সাকসেসফুল দেখাতে পারলে পরে লোকের কাছে আমাদের কাজকর্ম বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে...সহযোগিতা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে...পশুটা একলা নয় তার সঙ্গো একটা আধলা আংলা মানুষও রয়েছে...শনিচ্চর রাম।

পরমানন্দ আমাদের চোখের মুখের দিকে চেয়ে দেখে নিয়ে আমার চোখে চোখ স্থির রেখেছে...ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট বন্ধ করেনি...এগিয়ে যাওয়ার জন্য কথার ফাঁক খুঁজছে...

পরমানন্দ আস্তে আস্তে বলে উঠলো—

শনিচ্চর রাম বা ওরা কেউ দরিদ্র নয়...গ্রামেই তো সব ছিল...এমন কি ওষুধও...আতপ চালের ভাত...মহাশির মাছের কারি...সব ছিল...শুধু সদিচ্ছা নেই...তোষণ আছে...ক্ষমতার ব্যামো...ম্যানেজ মতলব আছে...স্যার...দরিদ্রতা মানুষের মধ্যে স্বতঃঘটন গজিয়ে ওঠে না...সিসটেমটাই পুও র...

পরমানন্দ রামের কথা শুনে সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ...ডাল্টনগঞ্জের সেই হোটেলে চিকেন কারিহ তন্দুরি রুটি খেয়ে অফিসার্স মেসে আমরা কজন ফিরেছি...প্রথমে মুখ খুললেন সমীরবাবু...উনি আমাদের টিমে নেই...কোয়ের নদী পেরিয়ে ছত্তরপুরের দিকে ওঁর ক্যাম্প বসবে...প্রাথমিক টহল সেরে ফিরেছেন...সকালে সকলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার সময় পরিচয় হয়েছে...

—ব্যাপার কী আপনার চুপচাপ কেন...ইমোশন আবেগ সেন্টিমেন্টের ফাঁদে পড়বেন না...আমরা সিসটেমের ক্রীতদাস...কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হয়...অভিরূপ সেন মহুয়াটাঁড়ের দিকে তাঁর এনজিও নিয়ে কাজ করেছেন...তাঁর ব্যাপার স্যাপার আলাদা...বরং একটা কবিতা শনুন...সকালে আবার নিয়মে ফেরা যাবে...অতি উৎসাহ দেখালে ওপরওলা আমাকে একবার প্রশ্ন করেছিল...হোয়াই ইউ আর সো ইন্টেরেস্টড...অতএব হাঁক ছাড়ুন...ওপরওলা যাই বলুক...সিসটেমের ওপরে কেউ নয়...।

'কেন্দুপাতার জঙ্গলে অতর্কিতে হানা দেয় ক্ষুৎকাতর চাঁদ
ছত্তরপুর ক্যাম্পে বুভুক্ষু চাঁদের জন্য সংগ্রহ করেছি
কৌম বরাদ্দের রেডকার্ড
খরাপীড়িত চাঁদ অনাবৃষ্টি অনটনের চাঁদ
মেঘের আড়ালে ধুঁকছে অনাহারের চাঁদ
গাছতলায় বসে শনিচ্চর দেখছে ঘটনাবহুল তিথিচাঁদ
কোয়েল নদীর বুকে বালি সরিয়ে আনতে হবে দৈব জলবিন্দু
জ্যোৎস্নায় যোগেনের ছবির প্লাস্টিসিটি নেই
হয়ত রবীনের আদিম চাঁদ
এনজিওদের রেষারেশির হাইটেক চাঁদ, পাতানো সম্পর্কের চাঁদ,
জীবনানন্দীয় বুড়ো চাঁদ খরায় ভেসেছে,
সমবেত আমলাবৃন্দ হে ক্রীতদাসগণ এখন ঘুমাও
ভোর হলে কাজ পাবে নতুন উদ্যমে
কাজের বরাদ্দ আছে জেনে সিসটেমের অনুগত চাঁদ বেনোজলের অপেক্ষায়
কখনও শ্লেষ্মাপ্রদান কখনও পিত্তপ্রধান
বরং কবিতা লিখে লাখ টাকার পুরস্কার আর জারিজুরি
তকমা পেতে পারো...সুখ দুঃখের সাথী চাঁদ,
লিখতে পারো চিলি সস চাঁদ লুপ চাঁদ ড্রপ চাঁদ
রাবীন্দ্রিক সাংস্কৃতিক চাঁদ নন্দন চত্বরে
ক্যাবিনেটে পাস হওয়া চাঁদের নৈশ গান অপেক্ষায় থকো...
চন্দ্রভুক আমোদের খোঁজে তামাশাকোর পালটা অপেক্ষায়
খরাপীড়িত চাঁদ...এসো বন্ধু কারখানার গেটে খুলে ফেলা যাক
অক্ষরের শব্দের বুলি বলনকেতার ক্ষুদ্রশিল্প
কাসুন্দিমাখা আক্ষরিক চাঁদ...নাসা শাসিত মহাকাশে
যদি দেখা দেয় সন্ত্রাসবাদী উগ্রপন্থী হানাদার অনুপ্রবেশকারী চাঁদ
সতর্ক থেকো...এখন ঘুমাও...ঝরনার পাশে শুয়ে থাকো,
ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা সেরে নিও,
এখন ঘুমাও;
ওগো ঝলসানো রুটি...

ফেনি কোডে রেডকার্ডের বিলিব্যবস্থার কথা আছে। যৌথখিচুড়ির আয়োজনের কথাও আছে। সমীরবাবু পড়ে শোনাল। আরেক ঘরে তার বন্ধু সুনীলবাবু ও স্বাতী হনিমুনে এসেছেন। যেভাবে ফ্লেমিংগো পাখি বর্ষার স্বপ্ন নিয়ে কালাহারির মরুভূমিতে যায়। শক্তিবাবু এসেছেন। অফিসার্স মেস আর রিলিফ ক্যাম্প তাঁর সঙ্গে ঘুরে ফিরে দেখে, ধর্মে আছি জিরাফেও আছি। লিখছেন।

রেশনরসদ, ফর্ম, স্টেশনারি, ওষুধপত্তর, পশুখাবার, ফান্ড। সিকিউরিটি, সব এক এক করে রিলিজ অর্ডার বের করতে করতে বেলা পড়ে আসছে। গুলাব রাম আমার আরদালি। তাকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। এতক্ষণে নিশ্চই বুভুক্ষুদের লাইন পড়ে গেছে রিলিফের লোহরসি ক্যাম্প অফিসে। গুলাব রামের হাতে স্যুটকেশটাও পাঠিয়েছি। সেই জঙ্গল থেকে বুনো ক্ষিপ্ত অনাহার ক্লিষ্ট পিঁপড়েরা তার সন্ধান না পেয়ে যায়। তাদেরও হয়তো লাইন ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়ে ঢুকেছে আমার গোপন আত্মরসদে। বিশ্বাস নেই। কুরে খাচ্ছে।

সমীরবাবু পড়ে শোনাচ্ছেন, কিভাবে গোটা ইকোসিস্টেমটাই অনাবৃষ্টিগ্রস্ত বুভুক্ষা হয়ে যায়। ফেমিন ইকো কোড কেবল একা মানুষের জন্য নয়। সবাই সব ইউনিট, সব কিছু তার মধ্যে পড়ে। পিঁপড়েরাও সিটুমজদুর পিপীলকিা...গাছেরা উদ্ভিদতন্ত্র...।

আর ওই চিলিসস চাঁদ শিল্প!

সেও কী ইকোসেসটেমে পড়ে!

একদিকে মূক ক্ষিপ্ত ক্ষুৎকাতর পিঁপড়েদের দীর্ঘ লাইন আমার গোপন তহবিলের দিকে এগোচ্ছে আর রেডকার্ড, হার্ড, ম্যানুয়াল স্কীমের জন্য বুভুক্ষ অস্তির ক্রুদ্ধ অথচ পরিস্থিতি বশে বিনয়ী শব্দজন মানুষ প্রাণীদের পরপর করে কয়েকটা লাইন আমার দায়িত্বের দিকে এগোচ্ছে। এতসব লাইনের ফাঁকে কেন যে আমার মনে পড়ে গেল বিনয়ের কবিতার এ যাবৎ ভুলে থাকার একটা লাইন।

মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়